ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বন্টন নীতি

হাবীবুল্লাহ মাহমূদ

ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বন্টন নীতি

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশঃ ১৫ই জুমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরী
২৯শে নভেম্বর, ২০২৩ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ অন্তিম প্রকাশনী

কম্পিউটার কম্পোজঃ এম এম রহমান

হাদিয়াঃ ১২০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র।

অন্যান্য বইগুলোঃ http://cutt.ly/akhirujjamanbooks

যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com

বই কিনুনঃ http://cutt.ly/ontim_prokashoni

ISLAME MRITO BEKTIDER SOMPOD BONTON NITI BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. PUBLISHED ON: 29th NOVEMBER 2023 ISAYI, 15 JUMADA I 1445 AH HIJRI.

উপহার

নামঃ

পিতাঃ

মাতাঃ

গ্রামঃ

পোষ্টঃ

থানাঃ

উপজেলাঃ

জেলাঃ

এর পক্ষ হতে

নামঃ

পিতাঃ

মাতাঃ

গ্রামঃ

পোষ্টঃ

থানাঃ

উপজেলাঃ

জেলাঃ

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ‘‘হাবীবুল্লাহ মাহমুদ’’ নামে চেনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্ম: তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নামঃ

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুহ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে ‘বদরী কাফেলা’ নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন, ওয়াল আ-কিবাতু লিল মুত্তাকীন, আছ-ছলাতু ওয়াস সালামু আলা রসূলিহি মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আ-লিহি ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন আম্মাবাদ,

বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ لَهُنَّ مِثۡلُ الَّذِیۡ عَلَیۡهِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَۃٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ ﴿۲۲۸﴾

"নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারাহ, আঃ ২২৮)

সম্মানিত পাঠক, আমার লেখা আজকে নারী-পুরুষদের সমান অধিকার নিয়ে নয় বরং "ফারাইয বিদ্যা" সম্পর্কে। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষীগণ যেহেতু ফারাইজ তথা উত্তরাধিকারীদের সম্পদ বন্টন নিয়েও ইসলামকে কটুক্তি করেছে। তারা বলে থাকে- সম্পদ বন্টনে ইসলাম নারীদেরকে সমান অধিকার দেয়নি, নারীদের হক ইসলাম নষ্ট করেছে। (নাউজুবিল্লাহ)

তারা কোরআন মাজীদ থেকে আংশিক অনুবাদ উপস্থাপন করে দেখায় যে আল্লাহ বলেছেন- আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; (সূরা নিসা, আয়াত ১১)

সেহেতু আমি আমার লেখা এই কিতাব "ফারাইয বিদ্যা" তে ইসলাম বিদ্বেষীদের ইসলাম নিয়ে বিদ্বেষ পোষণ সম্পূর্ণটাই ভুল এবং হিংসামূলক মিথ্যা অপপ্রচার, তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

একই সাথে উত্তরাধিকারীদের সম্পদ বন্টনের নীতিও উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আলোচনাটি পাঠের মাধ্যমে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

নিবেদক
হাবীবুল্লাহ মাহমুদ
১৯/১০/২০২৩ ইং

ফারাইজ বিদ্যার গুরুত্ব

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন- ইলম প্রকৃতপক্ষে তিনটি। এছাড়া সবই অতিরিক্ত। প্রথম হচ্ছে কুরআনুল কারীমের আয়াত সমূহ যা দৃঢ় এবং যার আহকাম বাকি রয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে- প্রতিষ্ঠিত সুন্নত হাদিস সমূহ। তৃতীয় হচ্ছে- ‘‘ফারিয়া ই আদিলা’’ অর্থাৎ উত্তরাধিকারের জিজ্ঞাসা বিষয়সমূহ যা কুরআনুল কারীম ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

- (সুনানে আবু দাউদ; ইবনে মাজাহ; তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃষ্ঠা ২৯৮)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘‘তোমরা ফারাইয শিক্ষা করো এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দান করো, এটা হচ্ছে অর্ধেক ইলম। মানুষ এটা ভুলে যায় এবং এটাই প্রথম জিনিস যা আমার উম্মতের নিকট হতে ছিনিয়ে নেওয়া হবে’’।

- (সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২৭১৯; তিরমিযী ২০৯১; ইরওয়া ১৬৬৪, ১৬৬৫)

হযরত ইবনে উহয়াইনা রহিমাউল্লাহ বলেন- ‘‘একে অর্ধেক ইলম বলার কারণ এই যে, প্রায় সমস্ত মানুষকেই এর সম্মুখীন হতে হয়’’। (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃষ্ঠা ২৯৮)

অতএব ফারাইয তথা উত্তরাধিকারীদের সম্পদ বন্টননীতি প্রতিটি জ্ঞানবান মুসলিম ব্যক্তির জন্যই জানা থাকা প্রয়োজন। কেননা ‘ফারাইয বিদ্যা’ নিজের পরকালীন কল্যাণের জন্যই জরুরত।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাঃ বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে এক বিঘত পরিমাণ কারো জমি দখল করে নিবে তার ঘাড়ে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সাত তবক জমিন ঝুলিয়ে দিবেন’’।

- (সহিহ বুখারী ২৪৫২; মুসলিম ১৬১০; বুলুগুল মারাম ৯১৭)

ফারাইয বিধান আগমনের পূর্বের অবস্থা

সম্মানিত পাঠক, আমি ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে ইসলামের ফারাইয নীতি নিয়ে বর্তমান সময়ের ইসলাম বিদ্বেষীদের কটুক্তি রয়েছে যে, ইসলাম নারীদের ঠকিয়েছে। নারীদের সমান অধিকার প্রদান করে নি। এই সকল নাস্তিকগুলো এমন কটুক্তিমূলক কথাগুলো বলে মূলত বিধর্মীদের সুরে সুর মিলিয়ে, অথচ ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, ইসলাম নারীদেরকে ঠকায়নি; বরং যুগে যুগে বিধর্মীরাই নারীদেরকে ঠকিয়েছে। যদি দেখি ইসলামে ফারাইয বিধান আগমনের পূর্বের অবস্থা কেমন ছিল তাহলেই সত্য তথ্য স্পষ্ট হবে।

ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন- ইসলাম আগমনের পূর্বে অর্থাৎ জাহিলি যুগে লোকেরা তাদের সমস্ত মাল সম্পদ ছেলেদেরকেই শুধু প্রদান করত এবং নারীদেরকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করত। কাজেই আল্লাহ তাআলা নারীদের জন্য সম্পদের অংশ নির্ধারণ করেন।

- (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা নিসা ১১ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃষ্ঠা ২৯৯)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- পূর্বে অংশীদারদের হকদার শুধু পুত্রই ছিল। পিতা-মাতা ওসিয়ত হিসেবে কিছু পেয়ে যেতো মাত্র। মহান আল্লাহ তায়ালা এটা বাতিল করে দেন এবং পুত্রকে কন্যা দ্বিগুণ, পিতা-মাতাকে এক ষষ্ঠাংশ ও এক তৃতীয়াংশও বটে, স্ত্রীকে এক অষ্টমাংশ ও এক চতুর্থাংশ, স্বামীকে এক চতুর্থাংশ ও অর্ধেক দেয়ার নির্দেশ দেন।

- (তাফসীর ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ৩০০)

বিধর্মীরা নারীদেরকে শুধু যে সম্পদের অংশ থেকে বঞ্চিত করত তা নয়; বরং তারা এই অন্যায় কাজকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেই নারীদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার সম্পদের অংশ থেকে বঞ্চিত করত। বিধর্মীদের এমন ন্যক্কারজনক বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়া যাবে তৎকালীন সময় জাহেলিয়াত থেকে বেরিয়ে ইসলামের প্রবেশ করা নব্য মুসলিমদের কিছু যুক্তি উপস্থাপন দেখলেই, যা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- উত্তরাধিকার আহকাম অবতীর্ণ হলে কতগুলো (নব মুসলিম) লোক এটা অপছন্দ করে ও বলে- স্ত্রীকে দেওয়া হবে এক চতুর্থাংশ ও এক অষ্টমাংশ, মেয়েকে দেয়া হবে অর্ধাংশ এবং ছোট ছোট ছেলেদের জন্যও নির্ধারণ করা হয়েছে অথচ এদের মধ্যে কেউই না যুদ্ধের জন্য বের হতে পারে, না গনিমতের মাল আনতে পারে।

সুতরাং, তোমরা এ আয়াত হতে নীরব থাকো; তাহলে সম্ভবত আল্লাহর রসূল (ﷺ) ভুলে যাবেন কিংবা আমাদের বলার কারনে তিনি এ আহকাম পরিবর্তন করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলে- হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আপনি মেয়েদেরকে তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে অর্ধেক দিচ্ছেন অথচ না সে ঘোড়ার উপর বসার যোগ্যতা রাখে, না সে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। আপনি শিশুকেও উত্তরাধিকারী রূপে সাব্যস্ত করেছেন তার দ্বারা কি উপকার পাওয়া যেতে পারে? এ লোকগুলো ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এরূপ করতো যে মীরাস শুধু তাদেরকে প্রদান করত যারা যুদ্ধের যোগ্য ছিল। তারা সবচেয়ে বড় ছেলেকে উত্তরাধিকার করত।

- (তাফসীর ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ৩০০)

অতএব বিধর্মীরা শুধুমাত্র বড় ছেলেকেই নিজের সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করতো। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, কন্যা এমনকি ছোট ছোট পুত্র সন্তানদেরকেও সম্পদের অংশ দিত না। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তায়ালা বিধর্মীদের নিষ্ঠুর নীতির প্রতিবাদ করে কুরআন মাজীদে ফারাইয বিধান অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর অংশ আছে; তা অল্পই হোক অথবা বেশি হোক, এক নির্ধারিত অংশ। (সূরা নিসা, আয়াত ৭)

সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের নিকট মিরাজ পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারের মিরাজ পৌঁছে দাও অতঃপর যা বাকি থাকবে তা মৃতদের নিকটতম পুরুষদের জন্য।

- (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬৭৩২)

কাজেই নারীরাও পিতা-মাতার সম্পদের সুনির্দিষ্ট অংশের হকদার। অতএব নারীদের নিকটেও তাদের অংশের মিরাজ পৌঁছে দেওয়া শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। তা ব্যতীতও নারীদের সম্পদ প্রাপ্তির ব্যাপারে পৃথক পৃথক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

আল আসওয়াদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুয়াজ ইবনে জাবাল রাঃ আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর যুগে আমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, কন্যার জন্য অর্ধেক আর বোনের জন্য অর্ধেক।

- (সহীহ বুখারী পর্ব ৮৫, ফারাইয অধ্যায়, হাদিস নং ৬৭৪১)

অত্র হাদিসের টিকা নং ৯০ উল্লেখ যে, হাদীসটি মহিলাদের মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। বর্তমান সমাজে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ের সম অধিকারের যে বুলি শোনা যাচ্ছে তা কতটুকু বাস্তবসম্মত? কারণ আল্লাহ প্রদত্ত বন্টন নীতি অনুযায়ী প্রাপ্য সম্পত্তি দেওয়া হয় না। সেখানে সমান দেওয়ার আইন করলে কি তাদের হক তাদেরকে দেয়া হবে? অথচ ভাবা দরকার যে জাহেলিয়াতের যুগে মেয়েদের কোন সম্পত্তিই দেয়া হতো না। ইসলামই তাদের এই অধিকার দিয়েছে। সুতরাং অযথা সম অধিকারের ধোয়া না তুলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) কর্তৃক সম্পত্তি বন্টনের নীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হোন।

- (সহীহ বুখারী তাঃ পাঃ, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৮)

অতএব স্পষ্টভাবে বুঝতেই পারছেন আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর যুগ, সাহাবীদের যুগ, তাবেঈদের যুগ, এমনকি বর্তমান যুগের সকল বিদ্বানগণ মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তিতে নারীদের হক রয়েছে বলে বিশ্বাস করে এবং নারীদের যেই ন্যায্য অধিকার ইসলাম দিয়েছে সেই অধিকার বাস্তবায়নের দাবি রাখে। তাহলে নারীদেরকে উত্তরাধিকারের সম্পদের সুনির্দিষ্ট অংশ পাওয়া থেকে কারা বাধা প্রদান করে? সুতরাং ঐ সকল বিধর্মীরাই সমঅধিকারের নামে নারীদের ন্যায্য সম্পত্তি পাওয়া থেকে বাধা দান করে। যারা ইসলাম আগমনের পূর্বে নিজেদেরকে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান এবং বাপ-দাদার ধর্ম অনুসারী বলে দাবি করত সেই বিধর্মীরাই বর্তমানের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংগঠক, সে সমস্ত বিধর্মীরাই বর্তমানের জাতিসংঘ। তারাই ইয়াহুদিবাদ শান্তির ধর্ম সংগঠনের সংগঠক। আর তারাই নাস্তিক্যবাদের মাধ্যমে ও তাগুতি শাসকদের মাধ্যমে ইসলামের নামে বিদ্বেষ ছড়ায়; তারাই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদের সুনির্দিষ্ট প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে তাদের তাগুতি শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে বাতিল আইন প্রয়োগ করে বাধা প্রদান করে। আবার তারাই সাধারণ মানুষের মুখে সমঅধিকারের স্লোগান শিক্ষা দিয়ে মানুষের মনে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব ছড়ায় অথচ তারাই (মার্কিনরা) গত ৯০ দশকের পূর্বেও পিতা-মাতার কোন সম্পত্তিতে কোন অংশ দিত না। অতএব ইসলাম নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীদের নিকট থেকে যে সকল কিছু শোনা যায় তার সবগুলোই হিংসামূলক ও মিথ্যাচার, মানুষকে ধোঁকা দেওয়া মাত্র।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন নীতি

সম্মানিত পাঠক, ইসলাম বিদ্বেষীদের ইসলাম নিয়ে স্পষ্ট মিথ্যাচারের বিষয়টি প্রকাশের পর এখন আলোচনা করবো মৃত অথবা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনের নীতি নিয়ে। নিম্নে মৃত ব্যক্তির পরিচয় ও তাদের সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম উল্লেখ করলাম:

অতএব আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কাদের অংশ রয়েছে।

❖ মৃত বা মৃতার সম্পত্তিতে অংশীদারগণের তালিকা:-

১. মৃত ব্যক্তির মা
২. মৃত ব্যক্তির বাবা
৩. মৃত ব্যক্তির স্বামী / স্ত্রী
৪. মৃত ব্যক্তির কন্যা
৫. মৃত ব্যক্তির পুত্র

এই পাঁচ শ্রেণীর অংশীদারদের যেকোনো একটি অথবা সকল অংশীদারদের সম্পত্তিতে ‘‘আসাবা’’ দের অধিকার রয়েছে।

❖ ‘আসাবা’ দের তালিকা:-

১. মৃত ব্যক্তির পুত্র
২. মৃত ব্যক্তির বাবা / দাদা
৩. মৃত ব্যক্তির ভাই
৪. মৃত ব্যক্তির চাচা / ফুফু
৫. মৃত ব্যক্তির বোন
৬. মৃত ব্যক্তির মামা / খালা

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে মূল অংশীদারদের অবর্তমানে আসাবা-গণ সম্পত্তির অংশ পাবে। কিন্তু মূল অংশীদার বর্তমান থাকলে আসাবা-গণ সম্পত্তির অংশ পাবে না। অতএব মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনের নিয়মাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সম্পত্তি বন্টনে মহান আল্লাহ তাআলার বাণী-

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ★ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ
فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ

اَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعًا ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ﴿۱۱﴾ وَ لَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ اَزۡوَاجُكُمۡ اِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنۡ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ مِنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصِيۡنَ بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ ؕ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ اِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّكُمۡ وَلَدٌ ۚ فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ تُوۡصُوۡنَ بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ ؕ وَ اِنۡ كَانَ رَجُلٌ يُّوۡرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امۡرَاَةٌ وَّ لَهٗۤ اَخٌ اَوۡ اُخۡتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنۡ كَانُوۡۤا اَكۡثَرَ مِنۡ ذٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصٰى بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ ۙ غَيۡرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَلِيۡمٌ ؕ ﴿۱۲﴾

‘‘আল্লাহ তোমাদের সন্তান সমন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু কেবল কন্যা দুই এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, তাহার ভাই-বোন থাকিলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; এসবই যাহা ওসিয়ত করে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা জানো না। নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহর বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাহাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ; ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের (স্ত্রী) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমরা যাহা ওসিয়ত করবে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীনা কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন। তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তাহারা ইহার অধিক হলে সকলে সম অংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশ। ইহা যাহা ওসিয়ত করা হয় তাহা দেওয়া এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি কাহারও জন্য ক্ষতি কর না হয়। আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

- (সূরা নিসা, আঃ ১১-১২)

অতএব, সম্পদ বন্টনের নিয়মাবলী ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হলো:

- মৃত (পুরুষ) লোকের একটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান থাকলে উদাহরণসহ ছকে উল্লেখ করা হলো-

  (ধরি মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। মা	১/৬	৩ শতাংশ
২। বাবা	১/৬	৩ শতাংশ
৩। স্ত্রী	১/৮	২.২৫ শতাংশ
৪। কন্যা	অবশিষ্ট ১/৩	৩.২৫ শতাংশ
৫। পুত্র	অবশিষ্ট ২/৩	৬.৫ শতাংশ

বিঃ দ্রঃ জমির পরিমাণে দশমিকের পরের সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে যেমন ৬.৪৯ কে ৬.৫ করা হয়েছে, যেহেতু এগুলো শুধুমাত্র উদাহরণ; তবে আসল হিসাবের সময় দশমিকও গণ্য করতে হবে।

উল্লেখিত সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে কুরআন মাজিদে প্রথমে পুত্র পরে কন্যা অতঃপর অন্যান্য অংশীদারদের অংশের কথা উল্লেখ থাকলেও হাদিস অনুযায়ী উল্লেখিত ছকে প্রথমে অন্যদের অংশ দিয়ে পরে কন্যা-পুত্রদের অবশিষ্ট অংশ বন্টন করেছি। হাদিসটি নিম্নে উল্লেখ করলাম-

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা:) বলেন, কোন পুরুষ বা নারী কন্যা রেখে গেলে সে অর্ধাংশ পাবে। যদি তারা সংখ্যায় দুই বা তার অধিক হয় তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর তাদের সাথে যদি পুরুষ অংশীদার থাকে তাহলে প্রথমে যাদের অংশ সুনির্দিষ্ট আছে তাদের থেকে শুরু করতে হবে; আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা এক পুরুষ দুই নারীর সমান পাবে ভিত্তিতে বন্টন করতে হবে।

- (সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, অধ্যায় ৮৫/৫, পিতা-মাতা হতে সন্তানের অধিকার, পৃ: ১৫৩)

- মৃত (পুরুষ) ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার ভাই-বোন না থাকলে-

  (ধরি, মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্ত্রী	১/৪	৪.৫ শতাংশ
২। মা	অবশিষ্ট ১/৩	৪.৫ শতাংশ
৩। বাবা	অবশিষ্ট ২/৩	৯ শতাংশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে নিঃসন্তান হইলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; (সূরা নিসা, আঃ ১১)

- মৃত (পুরুষ) ব্যক্তির যদি শুধু একটি কন্যা থাকে-
  (ধরি, মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্ত্রী	১/৮	২.২৫ শতাংশ
২। কন্যা	১/২	৯ শতাংশ
৩। মা	১/৬	৩ শতাংশ
৪। বাবা	১/৬	৩ শতাংশ
৫। নিকট আসাবা হিসেবে বাবা	অবশিষ্টাংশ	০.৭৫ শতাংশ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ; তাহার সন্তান থাকিলে তাহার পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ। (সূরা নিসা, আঃ ১১)
আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের (তথা তোমাদের স্ত্রীদের) জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্ঠামাংশ; (সূরা নিসা, আঃ ১২)

- মৃত (পুরুষ) ব্যক্তির এক পুত্র। দুই কন্যা থাকিলে-
  (ধরি, মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্ত্রী	১/৮	২.২৫ শতাংশ
২। কন্যা	১/২	৯ শতাংশ
৩। মা	১/৬	৩ শতাংশ
৪। বাবা	১/৬	৩ শতাংশ
৫। নিকট আসাবা হিসেবে বাবা	অবশিষ্টাংশ	০.৭৫ শতাংশ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। (সূরা নিসা, আয়াত: ১১)

- মৃত (পুরুষ) ব্যক্তির দুই এর অধিক কন্যা থাকিলে-
  (ধরি, মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। মা	১/৬	২.৬৭ শতাংশ
২। বাবা	১/৬	২.৬৭ শতাংশ
৩। স্ত্রী	১/৮	২ শতাংশ
৪। কন্যাগণ	২/৩	১০.৬৬ শতাংশ (ব্যতিক্রম)

বিঃ দ্রঃ স্ত্রী মৃত হলে কন্যাগণ পরিত্যক্ত সম্পত্তির ২/৩ অংশের সবই পেত। মাতা জীবিত থাকার কারণে বন্টন টা ব্যতিক্রম। কুরআনে বর্ণিত নিসার ১১ নং আয়াত মাতা-পিতা উভয়ই মৃত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হাদিস: যায়েদ ইবনু সাবিত (রাঃ) বলেন, কোন পুরুষ বা নারী কন্যা রেখে গেলে সে অর্ধাংশ পাবে। যদি তারা সংখ্যায় দুই বা তার অধিক হয়, তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর তাদের সাথে যদি পুরুষ অংশীদার থাকে তাহলে প্রথমে যাদের অংশ সুনির্দিষ্ট আছে তাদের থেকে শুরু করতে হবে; আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা এক পুরুষ দুই নারীর সমান পাবে ভিত্তিতে বন্টন করতে হবে।

- (সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৮৫/৫, পৃঃ ১৫৩)

▪ মৃত (পুরুষ) ব্যক্তির একটি পুত্র থাকলে-

(ধরি, মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। মা	১/৬	৩ শতাংশ
২। বাবা	১/৬	৩ শতাংশ
৩। স্ত্রী	১/৮	২.২৫ শতাংশ
৪। পুত্র	অবশিষ্ট সম্পত্তির সব	৯.৭৫ শতাংশ (ব্যতিক্রম)

হাদিস: ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের মীরাস পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বাকী থাকে তা (মৃতের) নিকটতম পুরুষের জন্য।

- (সহীহ বুখারী, হাঃ ৬৭৩২)
- উপরের উল্লেখিত অংশের নিকটতম পুরুষ- পুত্র।

▪ মৃত (পুরুষ) ব্যক্তির শুধু একটি কন্যা ও একটি বোন থাকলে (বাবা-মা ও স্ত্রী মৃত)-

(ধরি, মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। কন্যা	১/২	৯ শতাংশ
২। বোন	১/২	৯ শতাংশ

হাদিস: হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহি:) বলেনঃ মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) আমাদের নিকট শিক্ষক অথবা আমীর হিসেবে ইয়ামেনে আসলে আমরা তার কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে এক কন্যা ও এক বোন রেখে মারা গেছে। তিনি কন্যাটিকে অর্ধেক ও বোনটিকে অর্ধেক দিলেন।

- (সহিহ বুখারী, হাঃ ৬৭৩৪)

- মৃত (পুরুষ) ব্যক্তির একটি কন্যা, একটি পুত্রের (মৃত পুত্রের) কন্যা, একটি বোন থাকলে (মাত-পিতা ও স্ত্রী মৃত)-
  (ধরি, মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। কন্যা	১/২	৯ শতাংশ
২। (মৃত) পুত্রের কন্যা	১/৬	৩ শতাংশ
৩। বোন	অবশিষ্ট সম্পত্তি	৬ শতাংশ

বিঃ দ্রঃ স্ত্রী জীবিত থাকলে ১/৮ অংশ পাবে।

হাদিস: হযরত হুমায়িল ইবনু শুরাইবীল (রহি:) বলেন, একবার আবু মুসা (রাঃ) কে কন্যা, (মৃত) পুত্রের কন্যা, এবং বোনের (মীরাস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি বললেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর বোনের জন্য অর্ধেক। (তিনি বললেন) তোমরা ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর কাছে যাও। তিনিও হয়ত আমার মতই বলবেন। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো এবং আবু মুসা (রাঃ) যা বলেছেন সে সম্পর্কে তাকে জানানো হলো। তিনি বললেন, (ওরকম সিদ্ধান্ত দিলে) আমি তো পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো, হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না, আমি এ ব্যাপারে ঐ ফয়সালাই দিচ্ছি, যে ফয়সালা নাবী (ﷺ) প্রদান করেছিলেন। কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর (মৃত) পুত্রের কন্যা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এভাবে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। বাকী এক-তৃতীয়াংশ পাবে বোন। এরপর আমরা আবু মুসা (রাঃ) এর কাছে আসলাম এবং ইবনে মাসউদ (রাঃ) যা বললেন- এ অভিজ্ঞ মনীষী যতদিন তোমাদের মাঝে থাকবে ততদিন আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করো না। (সহীহ বুখারী, হা: ৬৭৬৬, ৬৭৪২)

- মৃত (পুরুষ) ব্যক্তির দুইটি কন্যা ও ভাই থাকিলে (মা-বাবা মৃত ও বোন নেই)-
  (ধরি, মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্ত্রী	১/৮	২.২৫ শতাংশ
২। কন্যাগণ	২/৩	১২ শতাংশ
৩। নিকটবর্তী আসাবা হিসেবে ভাই	অবশিষ্ট সব	৩.৭৫ শতাংশ

হাদিস: হযরত সাদ ইবনে রাবীর স্ত্রী আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! এ দুটি সাদ (রাঃ) এর কন্যা। এদের পিতা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে ছিলেন। এ যুদ্ধেই তিনি শহিদ হন। এদের চাচা তার সমস্ত মাল নিয়ে নেন। এদের জন্য কিছুই রাখেনি। এটা স্পষ্ট কথা যে, মাল ছাড়া এদের বিয়ে দেয়া কঠিন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তখন বলেন: এর ফয়সালা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালাই করবেন। সে সময়

উত্তরাধিকারের আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর রসূল (ﷺ) এদের চাচার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দিলেন: দুই-তৃতীয়াংশ (তোমার ভাইয়ের সম্পত্তির) এ কন্যাগুলোকে দিয়ে দাও, এক-অষ্টমাংশ এদের মাকে প্রদান কর এবং বাকি তোমার অংশ।

- (তাফসির ইবনে কাসীর, সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের আলোচনা, পৃ:২৯৮)

- মৃত (পুরুষ) ব্যক্তির দুই কন্যা ও তিন পুত্র থাকিলে (মা-বাবা মৃত)-
  (ধরি, মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্ত্রী	১/৮	২.২৫ শতাংশ
২। কন্যাদ্বয়	অবশিষ্ট ১/৪	৩.৯৪ শতাংশ
৩। ভাইগণ	অবশিষ্ট ৩/৪	১১.৮১ শতাংশ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন এক পুত্রের অংশের দুই কন্যার সমান। (সূরা নিসা, আঃ ১১)

- মৃত (পুরুষ) ব্যক্তির শুধু স্ত্রী এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন থাকিলে (পিতা-মাতা মৃত ও সন্তানহীন)-
  (ধরি, মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্ত্রী	১/৪	৪.৫০ শতাংশ
২। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন একাধিক হলে	১/৩	৬ শতাংশ
৩। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন একজন হলে	১/৬	৩ শতাংশ
৪। নিকটবর্তী আসাবা	অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে	৭.৫০/১০.৫০ শতাংশ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; তাহারা ইহার অধিক হইলে সকলে সম-অংশীদার হইবে এক-তৃতীয়াংশ। (সূরা নিসা, আ: ১২)

অনুরূপ,

- মৃত (নারী) লোকের স্বামী ও বৈপিত্রেয় ভাই-বোন থাকিলে (পিতা-মাতা মৃত ও সন্তানহীনা হইলে)-

  (ধরি, মৃতা নারী লোকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্বামী	১/২	৯ শতাংশ
২। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন হলে	১/৬ অথবা ১/৩	৩ অথবা ৬ শতাংশ
৩। নিকটবর্তী আসাবা	অবশিষ্ট সম্পত্তি	৬ অথবা ৩ শতাংশ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে। (সূরা নিসা, আ: ১২)

- মৃত (নারী) লোকের একটি কন্যা ও একটি পুত্র থাকলে-

  (ধরি, মৃতা নারী লোকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। মা	১/৬	৩ শতাংশ
২। বাবা	১/৬	৩ শতাংশ
৩। স্বামী	১/৪	৪.৫০ শতাংশ
৪। কন্যা	অবশিষ্ট ১/৩	২.৫০ শতাংশ
৫। পুত্র	অবশিষ্ট ২/৩	৫ শতাংশ

আল্লাহ তাআলা বলেন, তাহাদের (অর্থাৎ তোমাদের মৃতা স্ত্রীদের) সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি এক-চতুর্থাংশ। (সূরা নিসা, আঃ ১২)

- মৃত (নারী) লোক সন্তানহীনা হইলে (ভাই ও বোন নেই)-

  (ধরি, মৃতা নারী লোকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্বামী	১/২	৯ শতাংশ
২। মা	১/৬	৩ শতাংশ
৩। বাবা	১/৬	৩ শতাংশ
৪। নিকটবর্তী আসাবা হিসেবে (ভাই-বোন)	অবশিষ্ট সব সম্পত্তি	২.৫০ শতাংশ

আল্লাহ তাআলা বলেন, তাহার ভাই-বোন থাকলে তাহার মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। (সূরা নিসা, আঃ ১১)

- মৃত (নারী) লোকের একটি কন্যা থাকলে-

(ধরি, মৃতা নারী লোকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্বামী	১/৪	৪.৫০ শতাংশ
২। মা	১/৬	৩ শতাংশ
৩। বাবা	১/৬	৩ শতাংশ
৪। কন্যা	১/২	৭.৫০ শতাংশ (ব্যতিক্রম)

আল্লাহ তাআলা বলেন, আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। (সূরা নিসা, আয়াত ১১)

উপরে উল্লেখিত আয়াতটি মা ও বাবা উভয়ের সম্পত্তি একত্রে বন্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে শুধু মায়ের সম্পত্তি বন্টনের কারণে কন্যার অংশে ঘাটতি দেখা যায়।

- মৃত (নারী) লোকের একটি পুত্র ও দুই কন্যা থাকলে-

(ধরি, মৃতা নারী লোকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। মা	১/৬	৩ শতাংশ
২। বাবা	১/৬	৩ শতাংশ
৩। স্বামী	১/৪	৪.৫০ শতাংশ
৪। কন্যাদ্বয়	অবশিষ্ট ১/২	৩.৭৫ শতাংশ
৫। পুত্র	অবশিষ্ট ১/২	৩.৭৫ শতাংশ

আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন, এক পুত্রের অংশ, দুই কন্যার অংশের সমান। (সূরা নিসা, আয়াত ১১)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাহার সন্তান থাকিলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। (সূরা নিসা, আয়াত ১১)

- মৃত (নারী) লোকের যদি দুই / দুয়ের অধিক কন্যা থাকে-

(ধরি, মৃতা নারী লোকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। মা	১/৬	৩ শতাংশ
২। বাবা	১/৬	৩ শতাংশ
৩। স্বামী	১/৪	৪.৫০ শতাংশ
৪। কন্যাদ্বয়	২/৩	৭.৫০ শতাংশ (ব্যতিক্রম)

আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু কেবল কন্যা দুই এর অধিক থাকিলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। (সূরা নিসা, আয়াত ১১)

উপরে উল্লেখিত আয়াতটি পিতা-মাতা উভয়ের সম্পত্তি একত্রে বন্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে কন্যাগণের পিতা জীবিত থাকায় ব্যতিক্রম বন্টন হয়েছে।
যেখানে, কন্যাগণের অংশে ১২ শতাংশ হওয়ার কথা ছিলো কিন্তু তারা পেয়েছে ৭.৫০ শতাংশ।

- মৃত (নারী) লোকের শুধু একটি পুত্র থাকিলে-
  (ধরি, মৃতা নারী লোকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। মা	১/৬	৩ শতাংশ
২। বাবা	১/৬	৩ শতাংশ
৩। স্বামী	১/৪	৪.৫০ শতাংশ
৪। পুত্র	অবশিষ্ট সব	৭.৫০ শতাংশ

- মৃত (নারী) লোকের একটি কন্যা, মৃত পুত্রের একটি কন্যা, একটি বোন থাকলে (বাবা-মা মৃত)-
  (ধরি, মৃতা নারী লোকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্বামী	১/৪	৪.৫০ শতাংশ
২। কন্যা	১/২	৯ শতাংশ
৩। মৃত পুত্রের কন্যা	১/৬	৩ শতাংশ
৪। নিকটবর্তী আসাবা হিসেবে বোন	অবশিষ্ট সম্পত্তি	১.৫০ শতাংশ

নোটঃ যদি মৃতা (নারীর) স্বামী মৃত হয় তাহলে তার অংশের সম্পত্তি মৃতা (নারী) লোকের বোন অংশীদার হবে।
হাদিসঃ হুযায়ল (রহিঃ) বলেন- আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আমি এতে এই ফয়সালাই দেবো যা নাবী (সঃ) বলেছেন, "কন্যার জন্য অর্ধেক আর (মৃত পুত্রের) কন্যার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ"। অতঃপর যা বাকি থাকবে তা বোনের জন্য। (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৬৭৪২)

- মৃত (নারী) লোকের যদি শুধু একটি বোন থাকে (পিতা-মাতা মৃত এবং বৈপিত্রেয় ভাই-বোন নাই)-
  (ধরি, মৃতা নারী লোকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।)

অংশীদারদের তালিকা	অংশ	জমির পরিমাণ
১। স্বামী	১/২	৯ শতাংশ
২। বোন	১/২	৯ শতাংশ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় (পিতা-মাতা না থাকে) এবং এক বোন থাকে, তবে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। (সূরা নিসা, আঃ ১৭৬)

বিঃ দ্রঃ সম্মানিত পাঠকগণ, আমি হিসাবের সুবিধার্থে সম্পদ বণ্টনে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিরই জমির মোট পরিমাণ ১৮ শতাংশ দিয়েছি।

সম্পত্তি বণ্টনকালে নারীদের গুরুত্ব প্রদান করেছে "ইসলাম"

অতঃপর, উপরোক্ত সম্পত্তি বণ্টন নীতি থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলাম বিদ্বেষী, নাস্তিক ও বিধর্মীদের সম্পত্তি বণ্টনে নারীদের উপর ইনসাফ করা হয়নি, নারীদের ঠকানো হয়েছে, সম্পত্তি বন্টনে সমঅধিকার নাই। ইসলাম নিয়ে এমন বিদ্বেষপূর্ণ যে সকল কথা বলে, এমন সকল কথা সবকিছু মিথ্যাচার ও হিংসামূলক। কারণ, আমরা উপরে ইসলামে সম্পত্তি বন্টন নীতি নিয়ে যে সকল নিয়ম দেখলাম সবগুলোতেই ইসলাম নারীর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনে যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে তার কিছু নমুনা আবারো পৃথকভাবে উল্লেখ করলাম-

একজন নারী কয়েকটি সম্পর্কের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশীদার হয়ে থাকে। একজন নারী কন্যা হিসেবে পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে, মাতার সম্পত্তির অংশ পাবে। একজন নারী স্ত্রী হিসাবে তার স্বামীর অংশ পাবে। একজন নারী পুত্রের মাতা হিসেবে অংশ পাবে। একজন নারীর কন্যা মাতা হিসেবে অংশ পাবে।

অতঃপর,
একজন নারী 'আসাবা' হিসেবে তার ভাইয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে।
একজন নারী 'আসাবা' হিসেবে তার বোনের সম্পত্তির অংশ পাবে।
একজন নারী 'আসাবা' হিসেবে তার বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সম্পত্তি পাবে।
একজন নারী 'আসাবা' হিসেবে তার বৈপিত্রেয় বোনের অংশ পাবে।
একজন নারী 'আসাবা' হিসেবে তার ভাইয়ের পুত্রের সম্পত্তির অংশ পাবে।
একজন নারী 'আসাবা' হিসেবে তার বোনের পুত্রের সম্পত্তির অংশ পাবে।
একজন নারী 'আসাবা' হিসেবে তার বোনের কন্যার সম্পত্তিতে অংশ পাবে।

অতএব, একজন নারী বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে বিভিন্ন স্থান থেকে সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে। সে তুলনায় নারীদের সেই সম্পত্তি সঠিক ভাবে ব্যয়ের কোন স্থান নেই, তাদের সকল খরচই পুরুষদের বহন করা দায়িত্ব। যেমন মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, পুরুষ

নারীর কর্তা; কারণ আল্লাহ্ তাদের এক কে অপরের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এজন্যই যে, পুরুষ তাদের ধন সম্পদ (স্ত্রী-সন্তানদের জন্য) ব্যয় করে। (সূরা নিসা, আঃ ৩৪)
অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করিতে চায়, তাহার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের স্ত্রী-সন্তানদের) ভরণ-পোষণ করা। (সূরা বাকারহ, আঃ ২৩৩)

নারীদের অধিকার নষ্ট করেছে বিধর্মীরাই

সম্মানিত পাঠক, নারীদেরকে ইসলাম তাদের যথার্থ অধিকার প্রদান করেছে এবং যথার্থ সম্মান দান করেছে যা উপরের আলোচনাগুলো থেকেই আমরা স্পষ্ট হয়েছি। তবুও বিধর্মীরা ইসলাম নিয়ে মিথ্যাচার করে যায় অবিরত। তার পিছনে মূল কারণই হলো ‘‘নারীদের অধিকার নষ্ট করেছে বিধর্মীরাই’’। যার কিছু আলোচনা আমি উপরেও করেছি। অতঃপর নিম্নে কিছু উল্লেখ করলাম-

ইসলামের কিছু সময় পূর্বে বিধর্মীরা যেই সকল মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিলো তারই বর্ণনা দিয়েছেন সাহাবীগণ (রাঃ)। হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন, (ইসলাম আগমনের পূর্বে) মদিনাবাসীদের প্রথা ছিলো এই যে, কোন লোক মারা গেলে; যে ব্যক্তি মারা যেত তার মালের উত্তরাধিকারী হতো, সে তার স্ত্রীরও উত্তরাধিকারী হতো। তারা স্ত্রীলোকদের সাথে অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার করতো। এমনকি তালাক প্রদানের সময়েও তাদের সাথে শর্ত করতো যে, তারা নিজেদের ইচ্ছে মত তাদের বিয়ে দিবে। এ প্রকারের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার এ পথ বের করা হয়েছিল যে, ঐ নারীগণ ঐ পুরুষ লোকদেরকে মুক্তিপণ স্বরূপ কিছু প্রদান করতে মহান আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোন লোক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীকে তার স্ত্রীর পূর্ণ দাবীদার মনে করা হতো। সে ইচ্ছে করলে নিজেই বিয়ে করে নিতো, ইচ্ছে করলে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো। আবার ইচ্ছে করলে, তাকে বিয়ে করতেই দিতো না। ঐ স্ত্রীলোকের আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা এ লোকটিকেই তার বেশি হকদ্বার মনে করা হতো। (হাদিসটির বিশেষ অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে)

অন্য বর্ণনায় আছে যে, মানুষ ঐ স্ত্রীলোকটিকে বাধ্য করতো যে, সে যেন মোহরের দাবী পরিত্যাগ করে কিংবা সে যেন বিয়েই না করে। এও বর্ণিত আছে যে, কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে একটি লোক এসে ঐ স্ত্রীর উপর একখানা কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং ঐ লোকটিকেই ঐ লোকটির দাবীদার মনে করা হতো। অতঃপর উল্লেখ আছে যে, ঐ স্ত্রীলোকটি সুন্দরী হলে ঐ কাপড় নিক্ষেপকারী ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে নিত এবং সুন্দরী

না হলে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে বিধবা অবস্থাতেই রেখে দিত। অতঃপর সে তার উত্তরাধিকার হয়ে যেত। আরো উল্লেখ আছে যে, ঐ মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু ঐ স্ত্রীর ওপর কাপড় নিক্ষেপ করতো। অতঃপর ঐ স্ত্রী তাকে কিছু মুক্তিপণ বা বিনিময় প্রদান করলে সে তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিতো অন্যথায় সে আজীবন বিধবাই থেকে যেতো। হযরত মুজাহিদ (রহিঃ) আরো বলেন যে, যার নিকট কোন পিতৃহীনা বালিকা থাকতো তাকে সে আটকে রাখতো এ আশায় যে, তার স্ত্রী মারা গেলে সে তাকে বিয়ে করবে কিংবা তার পুত্রের সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেবে। অতঃপর বিধর্মীদের ঐ সকল নারী বিদ্বেষী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- "হে ঈমানদারগণ; বিধর্মীদের মতো নারীদেরকে জবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট ব্যভিচার করে। তাদের সহিত সৎ ভাবে জীবনযাপন করবে; তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা যাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছো। তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির করো এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাকো, তবুও তা হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচার দ্বারা তা গ্রহণ করবে? আর কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছ। এবং তারা তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে। নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। পূর্বে যা হয়েছে নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ (সুরা নিসা ১৯-২২)।

অতঃপর ইহুদী-খৃষ্টানরা যেভাবে নারীদের ন্যায়সংগত অধিকার নষ্ট করেছে এবং নারীদের উপর ঘৃণিত আচরণ করেছে তা খুবই ভয়াবহ ও নিকৃষ্ট। আর তারা তাদের ঐ সকল নিকৃষ্ট কাজকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতেই ইসলামের প্রতি অবিরত মিথ্যাচার করে থাকে। এমনকি তারা নিকৃষ্ট মুরতাদদেরকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা ভুল বুঝিয়েছে। যেই সকল ভুল ব্যাখ্যা নিয়ে মূর্খ মুরতাদরা বলে থাকে- ইসলাম আমাদেরকে সম-অধিকার দেয়নি; বরং কুরআনে আমাদেরকে অবমাননা করে শস্যক্ষেত্র বলে উপহাস করেছে। একথা বলে তারা কুরআন মাজীদে বর্ণিত নিম্নে উল্লেখিত আয়তেটি দেখায় তা হল- আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- ‘‘তোমাদের স্ত্রীগণ হলো তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার’’ (সূরা বাক্বারাহ্, আঃ ২২৩)। অতএব আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা করে নাস্তিক/মুরতাদরা তাদের মূর্খতার কারণে "নারীদের মর্যাদা হানিকর" ধরে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অত্র আয়াতটি দ্বারা নারীদেরকে অসম্মান বা মর্যাদাহানী

করা হয়নি; বরং অত্র আয়াতটিতে নারীদেরকে ইসলাম শস্যক্ষেত্র তথা জমিন বলে আখ্যায়িত করে সম্মান পূর্বের চেয়ে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। কেননা ‘‘জমিন (ছাড়া) বিনে কৃষক মূল্যহীন, আর কৃষক বিনে জমিন মূল্যহীন’’।

জমিন যদি না থাকে কৃষক কোথায় বীজ বপন করে ফসল ফলাবে? অর্থাৎ কৃষকের জন্য জমিন অত্যন্ত মূল্যবান। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তো কৃষক-জমিন উভয়ের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে "মানব ফসল" ফলাতে চান। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, যিনি তাদের দুইজন হতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন (সূরা নিসা, আঃ ১)।

অন্য একস্থানে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়" (সূরা নাবা, আঃ ৮)। অতএব, আল্লাহ তাআলা জমিন ও কৃষক উভয়কেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা কৃষক ও জমিন উভয়ের সাধ্যমে এই পৃথিবীতে "মানব ফসল" ফলাবেন।

আর মানব ফসলই হলো সন্তানগণ! আর এটাতো স্পষ্ট যে, বৈবাহিক সম্পর্ক শুধু ভোগ-উপভোগের জন্য হয়না বরং সুন্দর শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৎ সন্তান জন্ম দেওয়া ও তাদের সুষ্ঠু লালন-পালন এর অন্যতম উদ্দেশ্য। আর নারীদের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা’য়ালা তো উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, ‘‘নারীরা পুরুষের পোশাক আর পুরুষ নারীর পোশাক’’। (সূরা বাক্বারাহ, আঃ ১৮৭)

অতি দয়ালু মহান আল্লাহ্ তায়ালা

সম্মানিত পাঠক! আমরা বরাবরই আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, মহান আল্লাহ তায়ালা নারীদের অপমানিত বা অসম্মান করেনি বরং বিধর্মীরাই নারীদের অপমানিত এবং সম্মানহানী করেছে। আর মহান আল্লাহ তায়ালা নারীদের ন্যায়-সঙ্গত আধিকার প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হউক অথবা বেশি হউক, এক নির্ধারিত অংশ’’ (সুরা নিসা, আঃ ০৯)।

অতএব, পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়েরই অংশ আছে, তবে তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ। নারীদের ন্যায় সংগত অধিকার আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ হক আদায়কারী এবং মহান আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মাধ্যমে মুমিনদেরকে সেই শিক্ষাই দেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের মীরাস পৌছে দাও। (বুখারী, হাঃ ৬৭৩২)

মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দার হক কিভাবে নষ্ট করবেন। তিনি তো তার বান্দার প্রতি অতি দয়ালু। তিনিইতো মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন সম্পত্তি বন্টনকালে অংশীদারী নয় এমন দরিদ্র আত্মীয় উপস্থিত থাকিলে, কোন ইয়াতিম-মিসাকন থাকিলে তাদেরকে তা থেকে কিছু দিতে এবং তাদের সাথে সদালাপ করতে। যাতে তাদের মন কষ্ট অনুভব করতে না পারে এই ভেবে যে, আমরা এত অসহায় যে আমাদের কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, সম্পত্তি বণ্টন কালে আত্মীয় (যারা অংশীদ্বারী নয় এমন) ইয়াতিম এবং অভাবগ্রস্থ লোক উপস্থিত থাকিলে তাদেরকে তা হতে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে। (সূরা নিসা, আঃ ৮)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহি:) বলেন, এই আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে- যখন কোনো মৃত ব্যক্তির মীরাস বণ্টন হতে থাকবে, সে সময় যদি তার কোনো দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও এসে পরে যার কোন অংশ নেই এবং ইয়াতিম ও অভাবগ্রস্ত এসে যায় তাদেরকেও কিছু কিছু প্রদান কর। (তাফসীর ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ২৯২)

ইবনে কাসীর (রহি:) আরো বলেন, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টনের সময় যদি এসব দরিদ্র লোক উপস্থিত হয়ে যায় এবং তোমরা নিজ নিজ অংশ পৃথক করে ফেল আর এ বেচারারা তোমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তখন তাদেরকে শূণ্য হাতে ফিরিয়ে দিও না। তাদেরকে তথা হতে নিরাশ করে শুন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়াকে পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না সুতরাং আল্লাহর পথে সাদকা হিসেবে তাদেরকে কিছু প্রদান কর, যেন তারা খুশী হয়ে যায়, যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা রয়েছে, তোমরা তার ফল হতে খাও যখন তিনি ফল দান করেন এবং শস্য কর্তনের দিন তার হক আদায় কর (তাফসির ইবনে কাসীর, পৃ: ২৯৩-২৯৪)।

কোন কোন বিদ্বানগণ একটি সূক্ষ তত্ত্ব বের করেছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের উপর পিতা-মাতা অপেক্ষা বহু গুণে দয়ালু ও স্নেহশীল। পিতা-মাতাকে মহান আল্লাহ তায়ালার তাদের সন্তানদের ব্যাপারে নসীহত রয়েছে। সুতরাং জানা যাচ্ছে যে অতি দয়ালু মহান আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি। জীবের উপর যত বেশি দয়ালু ততটা পিতা-মাতাও তাদের সন্তানদের প্রতি নয়। যেমন সহিহ হাদিসে রয়েছে। বন্দিদের মধ্যে হতে একটি শিশু তার মা হতে পৃথক হয়ে পরে। মা তার শিশু খুঁজে পাগলীনির মতো ছোটা ছুটি করে এবং যে শিশু কেই পায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করিয়ে দেয়। এ দৃশ্য দেখে আল্লাহর রসূল (ছঃ) তার সাহাবীগণকে বলেন- আচ্ছা বলো তো, অধিকার থাকা সত্ত্বেও কি এ স্ত্রী লোকটি তার শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তরে বলেন- হে

আল্লাহর রসূল (স:)! কখনই না। তিনি তখন বলেন, আল্লাহর শপথ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের উপর তার চেয়েও অধিক দয়ালু। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, পৃঃ ২৯৯-৩০০)

অন্য এক হাদিসে রয়েছে যে, একবার আল্লাহর রসূল (স:) তার সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে পথ চলছিলো। একটি ছোট ছেলে পথে খেলা করছিলো। তার মা যখন দেখলো যে, একটি বিরাট দল ঐ পথ দিয়েই আসছেন তখন সে ভয় পেয়ে গেল যে, না জানি তারা তার ছেলেকে পদতলে পিষ্ট করে ফেলবেন। তাই সে ‘‘আমার ছেলে আমার ছেলে’’ বলতে বলতে দৌড়িয়ে আসলো এবং অতি তাড়াতাড়ি তার ছেলেকে কোলে উঠিয়ে নিলো। এই দেখে সাহাবীগণ (রা:) বললেন- হে আল্লাহর রসূল (স:), এ মহিলাটি তো তার প্রিয় ছেলেটিকে কখনো আগুনে নিক্ষেপ করতে পারেনা।

আল্লাহর রসূল (স:) বললেন, ঠিক কথাই বটে। আল্লাহ তায়ালা কখনো তার প্রিয় বান্দাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। (তাফঃ ইবনে কাছীর, সূরা মায়িদাহ্, আঃ ১৮ আলোচনায়, পৃষ্ঠা ৭৭৫)

সূরা নিসার ৮ নং আয়াতের আমল কিভাবে করব?

সম্মানিত পাঠক! যেহেতু সূরা নিসার ৮ নং আয়াতটি রহিত হয় নাই। আয়াতটি হলো- ‘‘সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয় (যাঁরা সম্পদে অংশীদার নয়), ইয়াতিম এবং অভাবগ্রস্থ লোক উপস্থিত থাকিলে তাদেরকে তা হতে কিছু দিবে। এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে’’ (সূরা নিসা। আঃ ৮)। সেহেতু অবশ্যই মুমিনদের সেই আয়াতটির প্রতি আমাল করতে হবে। আর আমলের পদ্ধতি হলো- যদি এমন কোন মীরাস বণ্টন হয় যা সম্পদশালী বা মধ্যবিত্ত কারও তবে সম্পত্তি বণ্টনকালে অবশ্যই সেই সম্পত্তি থেকে ঐ তিন শ্রেণীর লোকদের কোন একজন বা তিন শ্রেণীই উপস্থিত থাকলে তাদেরকে সামান্য কিছু সম্পত্তি হলেও দিতে হবে। আর যদি এমন কোন মীরাস বন্টন হয়- যা মোটেই সমান সম্পত্তি যা অংশীদারদেরই খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় সমাধান হয়না তাহলে এমন সম্পত্তি বণ্টনের সময় ঐ তিন শ্রেণীর যে কোন একজন অথবা তিন শ্রেণীরই উপস্থিত হলে, যদি সম্ভব হয় ছাগী জবেহ করে ভোজন করাবে এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। আর যদি ছাগী জবেহে সামর্থ্য না থাকে তবে হাঁস-মুরগী, যদি তাও সামর্থ্য না থাকে তবে অন্তত একবার ভোজন দাওয়াত দিয়ে এক্ষেত্রে মাছ-ডিম দিয়ে ভোজন করাবে। তবে এক্ষেত্রে যেন ঋণ করে ভোজন না করায়। আর আল্লাহ্ মানুষের অন্তরের খবর রাখেন। আর কোন মানুষের কেমন সামর্থ্য তাও তিনি জানেন।

আর আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আল্লাহ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত । (সূরা বাক্বারাহ, আঃ ২৮৫)

অসিয়ত পূরণের পূর্বে ঋণ পরিশোধ

সম্মানিত পাঠক! আমি উপরে উল্লেখ করেছি, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন নীতির শিক্ষার গুরুত্ব এবং একটি বন্টন নীতি। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত এবং ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন একটি ফরজ বিধান। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- ‘‘ফারীদ্বতামমিনাল্লোহ’’ অর্থ, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে ফরজ (সূরা নিসা, আঃ ১১)। আর ফরজ বিধান ব্যক্তির মন মতো পালন না করে আল্লাহর দেখানো ও রসূল (ছ:) এর শিখানো নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ীই করতে হবে। তা ব্যতীত নিজের মন মতো করলে অবশ্যই সে ফরজ অমান্যকারী এবং হকদারদের হক নষ্টকারী হিসেবে গোনাহগার হবে। আর ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনের পদ্ধতি নিজের মন মতো হলে দুইটা কাবিরাহ গুনাহ হয় একই সাথে। (ক) ফরজ বিধান অমান্য করার কারণে আল্লাহর হক নষ্ট করা হয়। অতএব, সম্পত্তি বণ্টন করতে হলে অবশ্যই আল্লার দেখানো ও আল্লাহর রসূল (ছ:) এর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ীই করতে হবে। তবে এই সম্পত্তি বণ্টনের চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয় রয়েছে:- ১। অসিয়ত। ২। ঋণ পরিশোধ কারণ, আমরা সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের মীরাস বন্টন দেখলেও দেখতে পাই যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- মিমবা’দি ওয়ামিই ইয়াতিই ইউছ বিহা-আওদাইন" অর্থ, সে যা অসিয়ত করে তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। আবার ১২ নং আয়াতে একটি করে অংশ বন্টন করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, অসিয়াত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। অতএব, সম্পতি বণ্টনের চেয়েও অধিক গুরুত্ব হলো অসিয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধ করা। এখন যেই বিষয়টি আসছে তা হলো- আল্লাহ্ তায়ালা পূর্বে অসিয়াতের কথা বলেছেন এবং পরে ঋণ পরিশোধের কথা বলেছেন। অতএব, আমল করার ক্ষেত্রে প্রথমে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, অসিয়াত পূরণ না ঋন পরিশোধ? ইমাম ইবনে কাসীর (রহী:) বলেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মনীষী এতে একমত যে, ঋন অসিয়তের অগ্রবর্তী। আয়াতের তাৎপর্যের প্রতি গভীর চিন্তা সহকারে লক্ষ করলে এটাই পরিলক্ষিত হবে, জামিউত তিরমিযী প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে- হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) বলেন, তোমরা কুরআন কারীমের অসিয়াতের নির্দেশের হুকুম পূর্বে এবং ঋন পরিশোধের হুকুম পরে পাঠ করে থাকো কিন্তু জেনে রেখো যে, আল্লাহর রসূল (ছ:) পূর্বে ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন এবং পরে অসিয়াত পালন করিয়াছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, সুরা নিসার ১১ নং আঃ আলোচনায়, পৃষ্ঠাঃ ৩০৪)

অতএব, সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে মৃত ব্যক্তির যেই সকল ঋণ আছে সেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কারণ ঋণ একটি ভয়াবহ বিপদ। তবে মৃত ব্যক্তির এমন হয় যে, তার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নেই ফলে সে ঋণের বোঝা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। যদি সেই সময়

আল্লাহ্ প্রদত্ত অভিভাবক থাকে এবং অভিভাবকের অধীনে ‘‘ইমারাহ’’ বা ‘‘খিলাফাহ’’ প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সেই মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা সেই অভিভাবকের দায়িত্ব। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ছ:) বলেছেন, আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়, যে ব্যক্তি ঋণের বোঝা নিয়ে মারা যায় আর ঋণ পরিশোধ করার মতো সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য। (ছহিহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ৬৭৩১)

বিঃ দ্রঃ আল্লাহ প্রদত্ত অভিভাক না হয়েও মুসলিমদের শাসক হলে তারও উচিত হবে সেই ঋণ পরিশোধ করা।

জানা প্রয়োজন

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যদি কেউ ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মারা যেত এবং ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব কেউ না নিত। সেক্ষেত্রে আল্লাহর রসূল (ছ:) তার জানাযার ছলাত আদায় করতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালা তাকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামী ভূমি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হলো, তখন তিনি জনগণের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন "আনা আওলা বিল মু'মিনীন" ফলে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়ে নেন।

মাসআলা-১: আল্লাহ্ প্রদত্ত অভিভাবকের জন্য উচিত নয় ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের জানাযার ছলাতের ইমামতি করা। তবে যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সশস্ত্র যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন, তাদের জানাযার ছলাতে ইমামতি করা যাবে। যদিও তারা দুনিয়াতে ঋনগ্রস্থ হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ্ নিজেই তাদের ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিয়েছেন (সুবহানআল্লাহ)। আর শহীদ ব্যতীত সাধারণ ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির জানাযার ছলাত সকল আমীর, মামুর তথা অনুসারীগণ আদায় করতে পারবে বরং আদায় করতে হবে।

মাসআলাঃ ২ বর্তমান সময়ে ইসলামী ইমারাহ্ বা খিলাফাহ না থাকলেও কিছু কিছু বড় ইসলামী দলের আমীরকে তাদের কর্মী অথবা সাধারণ জনগণের মধ্যে যারা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, অথচ তাদের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নেই তাদের ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেয়া উচিত আর সেই দলগুলোর আওতাধীন আহলে হাদীস, হেফাজতে ইসলাম, তাবলীগ জামাত, চরমোনাই ইত্যাদি। তারা ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে সাবলম্বী। তাদের নেতা-কর্মীদের মাঝে অধিকাংশই সম্পদশালী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। অতঃপর মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের পর তার অসিয়াত পূরণ করতে হবে। তবে অসিয়াতের সময় মৃত ব্যক্তির ইসলাম বিরোধী কোন অসিয়াত গ্রহণযোগ্য নয় এমনকি,

রাগ বা অতি মহব্বতের কারণে তার সম্পত্তি তার কোন এক বা একাধিক ছেলে অথবা মেয়েকে প্রদানের অসিয়াত করে গেলে কিংবা অংশীদার থাকাবস্থায় মাসজিদ, মাদরাসা, ইদগাহ্, গোরস্থানের জন্য সম্পত্তি প্রদানের অসিয়াত করে গেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ছঃ) বলেছেন, একটি লোক ৭০ বছর পর্যন্ত নেকীর কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে অসিয়তের সময় অন্যায় ও অবিচার করে ফলে তার পরিণতি পাপ কাজের উপর হয়ে থাকে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে। অপরপক্ষে আরেকজন লোক ৭০ বছর পর্যন্ত অসৎ কাজ করতে থাকে। অতঃপর সে অসিয়াতে ন্যায়পন্থা অবলম্বী করে। ফলে তার পরিণতি নেকি কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠাঃ ৩১১, সূরা নিসার ১৩ নং আয়াতের আলোচনায়)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ছঃ) বলেছেন, একজন পুরুষ লোক অথবা স্ত্রী লোক ৬০ বছর পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের কাজে লেগে থাকে, অতঃপর সে মৃত্যুর সময় অসিয়াতের ব্যাপারে কষ্ট ও ক্ষতিকর কাজ করে থাকে তখন তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা নিসা, ১৩ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃষ্ঠা ৩১২)

নিজ সম্পত্তির দলীল থাকতে হবে

সম্মানিত পাঠক, সম্পত্তি লেনদেন হোক অথবা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত হোক; অবশ্যই সেই জমির সাক্ষী সহ লিখিত দলিল থাকতে হবে। নচেৎ সেই জমি অন্যের হয়ে যাবে। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে- কিন্দা গোত্রের ইমরুল কায়স নামক একটি লোকের সঙ্গে হাদ্বরা মাউত এর একটি লোকের জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। এটা আল্লাহর রসূল (ছঃ) এর সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেন- হাদ্বরামী ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থিত করুক। তার নিকট কোনো প্রমাণ ছিলনা। তখন আল্লাহর রসূল (ছঃ) বলেন, কিন্দী ব্যাক্তি শপথ গ্রহণ করুক। তখন হাদ্বরামী লোকটি বলে, আপনি যখন তার শপথের উপরেই ফায়সালা করবেন তখন কা'বার রবের শপথ করে আমি বলতে পারি যে, সে আমার জমি নিয়ে নিবে। তিনি বলেন সে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কারও মাল নিজের করে নেবে সে যখন আল্লার তা'য়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর আল্লাহ রসূল (ছঃ) সূরাহ আলে ইমরানের ৭৭ নং আয়াত পাঠ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে" (সূরা আলে ইমরান, আঃ ৭৭)। তখন ইমরুল কায়েস বলেন, হে আল্লাহর রসূল (ছঃ), যদি কেউ তাঁর দাবী ছেড়ে দেয় তবে সে তাঁর কি প্রতিদান পাবে? আল্লাহর রসূল (ছঃ) বলেন, জান্নাত। সে বলে, হে

আল্লাহর রসূল (ছাঃ), আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি তাকে সমস্ত ভূমি ছেড়ে দিলাম। (তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা আলে ইমরান, আঃ ১০০)

হযরত আশআস (রাঃ) বলেন- আল্লাহর শপথ এটা (সূরা নিসার ৭৭ নং আয়াত) আমারই সম্বন্ধে। আমার ও একজন ইহুদীর মধ্যে ভাগে একখন্ড জমি ছিল যে আমার অংশ অস্বীকার করে বসে। আমি ঘটনাটি আল্লাহর রসূল (ছঃ) এর এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি আমাকে বললেন, তোমার নিকট কোন দলিল আছে কিনা? আমি বলি- না। তিনি ইহুদি কে শপথ করে বলেন, আমি বলি- হে আল্লাহর রসূল (ছঃ) এ ব্যক্তি শপথ করে আমার মাল নিয়ে নেবে। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা নিসার ৭৭ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃষ্ঠাঃ ১০০)

পরিমাপ

পরিমাপ বলতে বুঝায় কোন কিছু নির্দিষ্ট করা। যেমন-

বলটির ওজন ৫ কেজি, লাঠিটি ৫ মিটার লম্বা, লোকটির ১৮ শতাংশ জমি আছে ইত্যাদি। অর্থাৎ পরিমাপ দ্বারা কোন জিনিস কতটুকু পরিমাণ আছে তা নির্দিষ্ট করা যায়। মৃত ব্যক্তির জমি অথবা কোন ব্যক্তির জমি পরিমাপের ক্ষেত্রে বা বণ্টনের ক্ষেত্রে আমাদের পরিমাপের বিষয় জানা থাকা জরুরী। নিম্নে তা সংক্ষেপে প্রকাশ করব, ইনশা আল্লাহ।

পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি একক থাকতে হয়। যা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যা স্থান, কাল ও তাপমাত্রার সাথে নির্দিষ্ট সম্পর্কযুক্ত।

জমি পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা একক ধরবো, ১ মিটার (m),

* এক মিটার কাকে বলে?

দৈর্ঘ্য পরিমাপের একককে মিটার বলা হয়। কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য একক হলে, তার পরিমাপকে এক মিটার বলে।

* এক মিটার সংজ্ঞা কি?

মিটারটি মূলত ১৭৯৩ সালে নিরক্ষীয় থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত দূরত্বের দশ মিলিয়ন ভাগ হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছিল।

* কয়েকটি পরিমাপ দেওয়া হলো-

২৫.৪ মি.মি. = ১ ইঞ্চি
১২ ইঞ্চি = ১ ফুট
৩ ফুট = ১ গজ
৪৩৫.৬০ বর্গফুট = ১ শতাংশ
৩৩.৩ শতাংশ = ১ বিঘা
১০০ শতাংশ = ১ একর

* দৈর্ঘ্যঃ কোনো বস্তুর কতটুকু পরিমাণ লম্বা এটি তার দৈর্ঘ্য বুঝায়।

* প্রস্থঃ কোন বস্তু কতটুকু পরিমাণ চওড়া এটি তাঁর প্রস্থ বুঝায়।
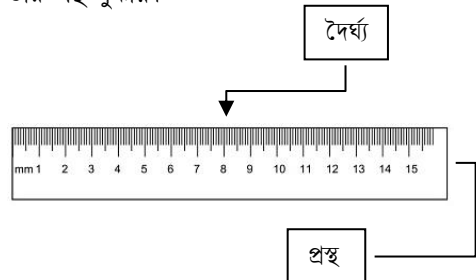
জমি পরিমাপের জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নিম্নে দেওয়া হলো-

- বর্গক্ষেত্রঃ যার চারটি বাহুই সমান থাকে তাকে বর্গক্ষেত্র বলে। এখানে প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান (২০ মিটার)। তাই এটা একটি বর্গ।

  সূত্রঃ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = বাহু^{২}

  = বাহু * বাহু

  সুতরাং, ক্ষেত্রফল = ২০ * ২০ = ৪০০ বর্গমিটার।
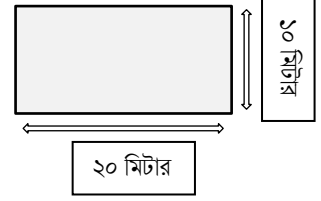
- আয়তক্ষেত্রঃ আয়তক্ষেত্র হচ্ছে এমন ক্ষেত্র যার বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল এবং অভ্যন্তরের চারটি কোণের প্রত্যেকেই এক সমকোণ। অর্থাৎ, এর দুই বাহুর দৈর্ঘ্য ও দুই বাহুর প্রস্থ সমান হয়।

  সূত্রঃ ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য * প্রস্থ

  = (২০ * ১০) বর্গ মি.

  = ২০০ বর্গ মি.

- ত্রিভুজঃ তিন বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে।

  সূত্রঃ ক্ষেত্রফল = ১/২ * ভূমি * উচ্চতা

  = (১/২ * ২০ * ১৫) বর্গ মি.

  = ১৫০ বর্গ মিটার

- রম্বসঃ যে বর্গের ৪ বাহু সমান এবং বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল তাকে রম্বস বলে।

  সূত্রঃ ক্ষেত্রফল = ১/২ * কর্ণদ্বয়ের গুণফল

  = ১/২ * (২০x১৫)

  = ১৫০ বর্গ মিটার।
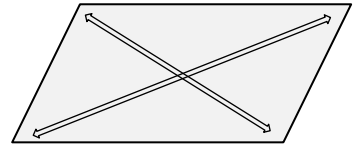
(সমাপ্ত)

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহঃ

১। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

২। আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে

৩। মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)

৪। ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা

৫। ইসলাম পালনের মূলনীতি

৬। মুক্তির পয়গাম

৭। ইসলামে সামাজিক জীবন

৮। তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত

৯। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা

১০। তালিমুত তাওহীদ

১১। তাওহীদ আল ইবাদাহ